সংবাদ

তারিখ 30 JUN 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

মতামত

২৬ হাজার বিদ্যালয় জাতীয়করণ তো হলো ২৬ হাজার শিক্ষকের কি হবে

এম ইদ্রিছ আলী

জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলেও চাই শিক্ষিত জাতি। অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই সদ্য স্বাধীন দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে একের পর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। স্বল্পতম সময়ে বঙ্গবন্ধুর নানাবিধ পদক্ষেপের মধ্যে একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষানীতি প্রণয়নে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই- খোদার নেতৃত্বে শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন এবং কালজয়ী ঘোষণায় দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরিকে সরকারিকরণ করা ছিল অন্যতম। ১৯৭৫-এ ঘটে যাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশের চলমান স্বাভাবিক গতির চাকা ঘুরিয়ে দেয়া হয়। এর দীর্ঘ সময় পর দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষমতায় আসীন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ৫ বছর মেয়াদের শেষ সময় চলছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান সরকারের এই সাড়ে চার বছরে সফলতার যে দিকগুলো আছে নিশ্চয় শিক্ষা খাত তার অন্যতম। শিক্ষা খাতে মহাজোট সরকারের সফল কর্মগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ন্যায় যুগান্তকারী পদক্ষেপে প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করাটা কালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এতে 'রে' উপসর্গ নিয়ে ধুঁকতে থাকা প্রায় এক লাখ তিন হাজারের অধিক প্রাথমিক শিক্ষক তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে-সম্মানের সঙ্গে চলার পথ পেয়েছে। সরকারের এ শিক্ষাবান্ধব নীতির বহিঃপ্রকাশের মধ্যদিয়ে জাতির সামনে এটা অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে যে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বের ভেতরে আপামর জনতাকে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দানের মাধ্যমে চলমান বিশ্বের যুগোপযোগী জাতি গঠনের মানসিকতা জাগ্রত আছে। এই বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের ঘোষণার আগে বর্তমান সরকারের মেয়াদেই বেসরকারি-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে চলে আসা ম্যানেজিং কমিটির কর্তৃত্ব বাতিল করে কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জেলা প্রকাশকদের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটা স্থানীয়ভাবে শিক্ষাখাতে নিয়োগ নিয়ে নানা অঘটন, অনিয়ম, অভিযোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারের এ সিদ্ধান্তও নিশ্চয় প্রশংসার দাবি রাখে। বেসকারি কলেজ, মাদ্রাসা, হাই স্কুলসহ শিক্ষাক্ষেত্রের সব নিয়োগ পিএসসির আওতায় এনে নির্দিষ্ট বোর্ড গঠন করে সম্পন্ন করার দাবি রয়েছে শিক্ষা সচেতন মানুষের মাঝে। এ দাবিও হয়তো একদিন বাস্তবায়ন হবে। যাহোক জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বেসরকারি-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সে মতো ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে যথাযথ প্রক্রিয়ায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হলে ৪২ হাজার প্রার্থী চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বা অন্যান্য সরকারি চাকরির মতোই বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক প্রার্থীদের পরীক্ষা সম্পন্ন করায় এবং তা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হওয়ায় সাধারণের মাঝে বেশ প্রশংসিতও হয়েছে। ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শূন্যপদের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে পদায়নের লক্ষ্যে মেধাভিত্তিক প্যানেলভুক্ত করে ফল প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যেই অর্থাৎ সরকারিকরণের ঘোষণার আগেই প্যানেলভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে প্রায় ১৬ হাজার জনকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। নিয়োগ পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে প্যানেলভুক্ত বাকি ২৬ হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকা। এরই মাঝে বিগত ৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ঢাকায় এক মহাসমাবেশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেন। নজির স্থাপনকারী এ ঘোষণাকে স্বাগত জানায় দেশবাসী। এতে নতুন এক আশায় বুক বাঁধে প্যানেলভুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকারা। কিন্তু দুর্ভাগ্য! ২৬ হাজার শিক্ষকের সে আশায় দুরাশার বালি পড়ে এখন পরিণত হয়েছে চরম হতাশা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় তাদের পদায়ন কার্যক্রম। গত ১৭ জানুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের বিষয়ে কোন নির্দেশনাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে এ পদায়ন প্রত্যাশীরা। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে পদায়ন বঞ্চিত এ ২৬ হাজার প্যানেলভুক্ত শিক্ষক মিলে সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় প্রেসক্লাব ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে মানববন্ধন, বিক্ষোভ, অবস্থান কর্মসূচি, স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। কিন্তু তাদের এ ন্যায়সঙ্গত, ন্যায্য দাবির প্রতি কাউকে কর্ণপাত করতে দেখা যায় নাই। প্যানেলভুক্ত এ শিক্ষকদের অনেকেরই নতুন করে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার নির্ধারিত বয়স এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে। তালিকাভুক্ত এ শিক্ষকদের বেশির ভাগই গ্রামের সাধারণ ঘরের সন্তান। তাদের সিংহভাগের পারিবারিক অবস্থাই নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাদের জীবনে খুব একটা বড় প্রত্যাশাও নেই, নিজ এলাকায় থেকে শিক্ষা বিতরণের মতো একটি মহান পেশায় থেকে কোন মতো জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই এসব মানুষ অপার তৃপ্তিতে থাকে। যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্যানেলভুক্ত হতে পেরে এসব শিক্ষক প্রার্থীরা ভেবে ছিলেন দুই দিন আগে কি পরে তাদের নিয়োগটা নিশ্চিত হবে। তাদের প্রত্যাশা এ চাকরিটা হলে আপাতত সম্মানের সঙ্গে জীবন চলার একটা নিশ্চয়তা হয়। ধাপে ধাপে যখন প্যানেলভুক্তদের পদায়ন করা হচ্ছিল তখন তারা অনেকটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তারা প্রত্যেকেই চাকরিটা পাবেন। অনেকে নতুন করে কোন চাকরির আবেদন করাও বাদ দিয়ে দেন। অনেক দরিদ্র বাবা মা ভেবেছিলেন, যাক এবার সন্তানের একটা গতি হয়েছে। সংসারটা এখন থেকে একটু সচ্ছলতার ভেতর চালানো যাবে হয়তো। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও পদায়ন না হওয়ায় এ শিক্ষকদের অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করছেন। প্যানেলভুক্ত এমনও অনেক নারী প্রার্থী আছেন যাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার নিশ্চয়তায় একটু ভালো পরিবারে বিয়ে হয়েছে কিংবা বিয়ের সবকিছু পাকা হয়ে আছে। এদের অধিকাংশেরই সংসার জীবনে দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হলে একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক। সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যোগ্য শিক্ষক না হলে সুশিক্ষা কখনও সম্ভব নয়। যোগ্য শিক্ষক পেতে হলে একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে বাছাই কালে অর্থাৎ নিয়োগ দানের সময় নিয়োগ প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছভাবেই হওয়া উচিত। আমাদের দেশের চলমান রাজনৈতিক, সামাজিক, আমলাতান্ত্রিক পরিস্থিতে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োগ নিয়ে অবৈধ অর্থবাণিজ্য, স্বজনপ্রীতিসহ নানা আলোচনা, সমালোচনা চলতেই থাকে। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্যানেলভুক্ত এই বেসরকারি- রেজিস্টার্ড প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়ে কিন্তু তেমন কোন অভিযোগ বা নেতিবাচক আলোচনা-সমালোচনা নেই। নির্দ্বিধায় বলা যায় এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এভাবে স্বচ্ছ, সঠিক প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পাওয়ার সব ধাপ পেরিয়ে এসেও এরা কেন পদায়ন বঞ্চিত হবে! তার ওপর আবার একই প্রক্রিয়ায় একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসা ১৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পেলেন অথচ বাকি ২৬ হাজার পাবেন না এটা কেমন হয়? এটি নিশ্চই এক দেশের নাগরিকের জন্য একই ক্ষেত্রে দুই রকম নীতি প্রয়োগ করার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যদি পদায়নই করা না হবে তবে কেন তাদের নিয়ে প্যানেল প্রস্তুত করে রাখা হলো? তাই দেশ, জাতি, শিক্ষাখাত সর্বোপরি এই হতভাগা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবনের কথা চিন্তা করে সরকারের উচিত দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের পদায়ন করা। এটা করা হলে নিশ্চই খারাপ কিছু হবে না। বরং মহাজোট সরকারের জন্য আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবেই ইতিহাসে জাজ্বল্যমান হয়ে থাকবে। তাছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার চেয়ে প্যানেলভুক্তদের পদায়ন করলে হয়তো খারাপ কিছু হওয়ার কথা নয়। বরং অনেক সুবিধাই হওয়ার কথা। আশা করি সরকার সার্বিক দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্যানেলভুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষককে পদায়নের ব্যবস্থা করে আশায় প্রহর গুনতে থাকা সাধারণ ঘরের এ সন্তানগুলোকে সম্মানের সঙ্গে পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবন পরিচালনার পথ সুগম করে দিবেন। সেই সঙ্গে এই ২৬ হাজার শিক্ষিত মেধাকে শিক্ষা বিস্তারে কাজে লাগাবেন।

[লেখক : সাংবাদিক]
idrish.ali77@gmail.com